দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 09 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

সরজমিন—দুই

শিবরাম প্রাইমারি স্কুল ।। হতে পারে একটি মডেল

।। মোনাজাতউদ্দিন ।। সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) : শিবরাম প্রাইমারি স্কুলে দু'ধরনের ব্যবস্থা। দিনের বেলায় ক্লাস নেয় সরকারি শিক্ষকরা। এদের উপস্থিতি নিয়মিত। বিকেলে ছুটির পর, একটুখানি সময় দেয়া হয় খেলাধূলার জন্যে। সন্ধ্যা ঘনাবার সাথে সাথে নাস্তা সেরে আবারো ক্লাসে আসতে হয় পড়ুয়াদের। এরা আবাসিক ছাত্র, স্কুলের পাশেরই হোস্টেলে থাকে। এদের সঙ্গে যোগ দেয় আশপাশের পাড়া-মহল্লার কিছু ছাত্রছাত্রী। রাতের শিফটে পড়ান অপর ৯ জন শিক্ষক। এরা সরকারি শিক্ষক নন, বেসরকারি। বেতন আসে আবাসিক ছাত্রদের কাছ থেকে পাওয়া টাকা থেকে। একেকজন আবাসিক ছাত্র মাসে ৮শ' টাকা করে দেয়। এ থেকে ৬শ' টাকা খরচ হয় দু'বেলা খাওয়া আর সকালের নাস্তা বাবদ। বাকি ২শ' টাকা থেকে হয় বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন। এতে বৈষম্য হচ্ছে। সরকারি শিক্ষক যেখানে পাচ্ছেন ৩৬শ' থেকে ৩৭শ' টাকা সেখানে বেসরকারি শিক্ষকরা পাচ্ছেন ১৬শ' থেকে ১৮শ' টাকা। অথচ পড়াতে হচ্ছে একইরকম সময় ধরে, একই খাটুনি করে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসেঃ শিবরাম স্কুল যখন ব্যতিক্রমী একটি, পড়াশোনা ভাল, পরিচালনা পদ্ধতি নতুন, সেখানে সকল ১৮ জন শিক্ষক সরকারি শিক্ষকের স্বীকৃতি এবং বেতনভাতা পেলে অসুবিধাটা কোথায়?

অবাক লাগে স্কুলের ভবনটি দেখে। কি অবস্থা! গত কয়েক বছরে ফেসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে অজ পাড়াগাঁয়ের প্রাইমারি স্কুল ভবন তৈরি হয়েছে। ব্যাপক দুর্নীতি হলেও এগুলো দৃশ্যত নতুন চকচকে ভবন। অথচ শিবরাম প্রাইমারি স্কুলের মতো একটি ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠানের ঘর সেই পুরাতন প্যাটার্নের। ওপরে টিন, পুরাতন দেয়াল। শিক্ষা দফতর কি জবাব দেবেন কেন এ দশা শিবরামের? কেন উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত হয়নি? স্কুলের পাশেই আরেকটি স্কুল। শিবরাম হাইস্কুল। প্রাইমারি স্কুলের স্টাইলে গড়ে তোলার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। কিন্তু ভীষণ ভাঙ্গাচোরা ঘর। আসবাবপত্র নেই। পাশাপাশি দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমন বৈপরীত্য সাধারণত খুব কমই দেখা যায়। অথচ ইচ্ছে করলে এই হাইস্কুলটিও পরিচালিত হতে পারে প্রাইমারি স্কুলের মতো করে। থাকতে পারে আবাসিক ব্যবস্থা।

হাঁসের খামার আছে শিবরাম প্রাইমারি স্কুলে। রাজহাঁস। ইয়া বড় বড় ডিম। আবাসিক ছাত্ররা খায়। আছে তুঁতের চাষ প্রকল্প। হোস্টেল লাগোয়া কক্ষে রান্নার ব্যবস্থা। তখন সবজি কাটা হচ্ছিল। হাট থেকে আনা হয়েছে ছোট ইলিশ পোনা। ঝিটকা। টিভিতে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে ঝিটকা মাছ না ধরার জন্যে। এখানে টিভি চালু থাকলেও স্কুলের ছাত্ররাই খাচ্ছে ঝিটকা মাছ। পানির ব্যবস্থা ভাল। গরমের দিনে ফ্যানের ব্যবস্থা আছে। কাপড় ধোয়া ও ইস্ত্রির ব্যবস্থা আছে। ক্লিনিক আছে। তবে আবাসিক ছাত্রদের থাকার ঘর খুব ঘিঞ্জি। গোটা মেঝে জুড়ে চৌকি। একেকটা বিছানায় থাকে দু'জন করে। চাদর ময়লা, পেচ্ছাবের দাগ। অনেকের বিছানায় মশারি নেই, কাঁথাকম্বল নেই। এগুলো সরবরাহ করা অসম্ভব কিছু নয় জেলা-থানা প্রশাসনের। শুনে অবাক লাগলো জেলা থেকে কর্মকর্তারা মাঝেমধ্যে শিবরাম স্কুল দেখতে আসেন, কিন্তু মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরের থানা শিক্ষা কর্তা আসেন না এখানে। হালে স্কুলটি পরিচালনা নিয়ে শুরু হয়েছে কিছু দ্বন্দ্ব। ডিলেজ পলিটিক্সের শিকার হয়ে উঠবে কি শিবরাম?

ছাত্রছাত্রীরা চৌকস। আদব-কায়দা, নিয়মকানুন মেনে চলে। হৈহল্লা নেই। আছে উচ্চাকাংখা। একটু বেশি। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে মনজুরুল আলম। বড় হলে কি হবে তুমি? জবাব দিলঃ 'আর্মি অফিসার হবো'। একই প্রশ্নের জবাবে আরেকজন বলল, ইঞ্জিনিয়ার হবে। আরেকজন কম্পিউটার বিজ্ঞানী হবে। এসএসসি, এইচএসসি দেয়ার পর এরকম আশা উচ্চারণ করে ছাত্রছাত্রীরা, পঞ্চম শ্রেণীতে পড়া মনজুরুল আলমেরা এখুনি তা করছে। তথ্য শূন্যতার অন্ধকারে থাকা অনেক দূরের শিবরামের গ্রামে কিশোরদের আকাংখা শুনে বিস্মিত হতে হয়।

পাশের ভাংগা হাইস্কুল গৃহটি বাদে পরিবেশ ভাল। বাগান আছে। অসংখ্য গাছগাছালি। হাঁসের খামার। তুঁতের ঘর। হেড মাস্টারের কামরাটি শহরের যেকোন কলেজের অধ্যক্ষের কামরার মতো সাজানো। শিক্ষকদের কমনরুমে সবার টেবিলে নেমপ্লেট। একটি হলঘরে ঢুকে দেখি, মেঝেতে মাটি দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে বাংলাদেশের বিশাল মানচিত্র। একদিকে পাহাড়, আরেকদিকে বঙ্গোপসাগর। প্রতিটি জেলার অবস্থান দেখানো হয়েছে। একজন শিক্ষক লম্বা ছড়ি হাতে পড়াচ্ছেনঃ 'যে জলরাশি পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া সাগরে পড়ে তাহাকে নদী বলে'। এভাবে হাতে-কলমে শিক্ষা। দেয়ালে অসংখ্য পোস্টার। বিভিন্ন শ্লোগান লেখা। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্গবন্ধু, জিয়াউর রহমান এদের জীবনী পড়ানো হয়ে থাকে। ভাসানী, ওসমানী অনেকেই হাসিতে উজ্জ্বল করে রেখেছেন ঘরখানা। দেয়ালে নৌকার ছবি, শাপলা ফুলের ছবি। বাংলাদেশের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কৌশল, সবই দেখানো হয়েছে।

সুন্দরগঞ্জে সবচেয়ে অসুন্দর হলো সড়কটি। চন্দ্রপৃষ্ঠের মতো। একটু পাকা, দাঁত বের করা হেরিংবন্ড। মাটির রাস্তা। গর্ত-খাল। জেলা শহর থেকে থানায় যেতে হাড় নড়বড়ে হয়ে যায়। অফিসারদের জন্যে 'পানিসমেন্ট এরিয়া।'

কিন্তু অসুন্দরের ভেতরেও সুন্দর থাকে। তেমন শিবরাম প্রাইমারি স্কুল। সরজমিনে দেখে মনে হলোঃ স্কুল যারা পরিচালনা করেন কিংবা শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে জড়িত তারা দেখে আসতে পারেন এই প্রাইমারি স্কুলটি। দুয়েকটা ভুলত্রুটি বাদ দিলে শিবরাম হতে পারে বাংলাদেশের প্রাইমারি শিক্ষার একটি মডেল।

(ছবিগুলো নেয়া হয়েছে 'আমাদের স্কুল' পুস্তিকা থেকে)।

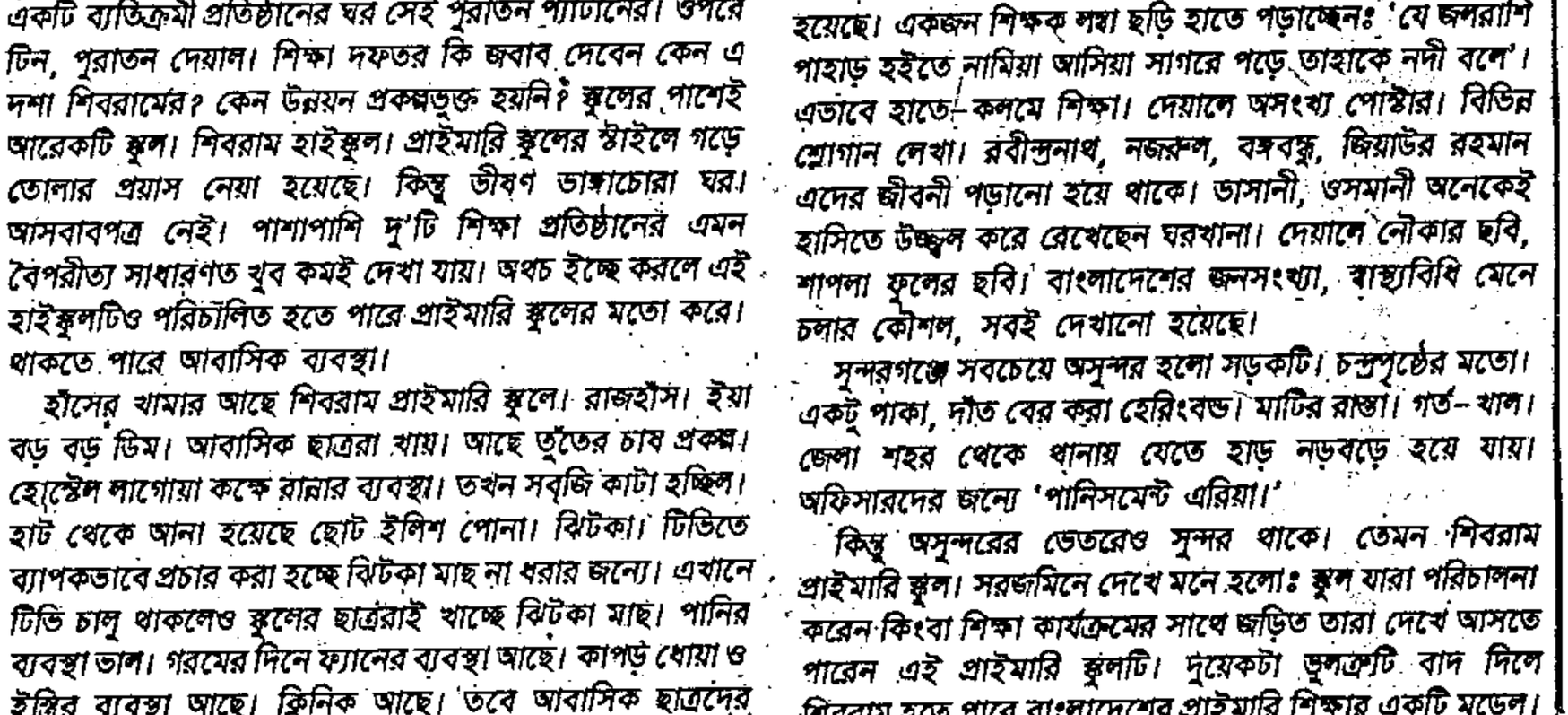

মাটির মানচিত্রে হাতে কলমে শিক্ষা (ডানে)। ছাত্রাবাস খুব ঘিঞ্জি।

-সংবাদ